ছিটে ফোঁটা - ৯

বিকেলে বেরিয়েছি। সামান্য কাজ ছিল। সেরে ফেলব। রিকশা নিয়েছি। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ কেন জানি মনে হোল রিকশা ঠিকমত চলছেনা। কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে মুখ হা হয়ে গেল। রিকশাওয়ালার এক পা কাটা! সে চালাচ্ছে এক পা দিয়ে। হায় কপাল! এই অবস্থায় নামব, না বসে থাকব, কি করব বুঝতেই পারলামনা। শহরের রাস্তা ঘাট মানে আমার কাছে এক নির্দয় যুদ্ধক্ষেত্র। কাজেই বাকী রাস্তা ঠিকমত যেতে পারব কিনা সেই ভয়ে মাথা ধরে গেল। অথচ এখন নেমে যাওয়ার অর্থই হলো 'তুমি অচল-মানুষ' এই কথাটা তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া। সত্যি কথা কি, সেই ইচ্ছেও করলনা। বসে থাকলাম। যা হয় হবে। আসলে মানুষ মাঝে মাঝে নিজেই নিজের ধৈর্য পরীক্ষা নেয়। আমি বোধহয় তাইই করছিলাম। তাছাড়া বিপদ কি আর পা দেখে ঘটে?

দুই পা দিয়েই যে কাজ করা কঠিন এক পা দিয়ে সেই কাজ করার অমানুষিক কষ্টকে দেখতে হলো। এরমধ্যে দু' তিনবার চেন পড়ে গেল। খামোখা। অসহায় চোখে দেখলাম সীট থেকে একরকম লাফিয়ে পড়ে সে চেন ঠিক করল। আবার লাফিয়ে উঠে বসল। কিভাবে যেন! বেঁচে থাকার গরজে মানুষ কত কিছু যে শিখে ফেলে!

কি মনে করে নামার সময় শুধু বললাম- "এ অবস্থায় রিকশা চালান কেন?" দেখলাম তার সারা মুখে ঘাম। তার চে বেশী ধরা পড়ে যাবার অস্বস্তি। অপারগতার লজ্জা। যেন কাজটা তার কোনমতে করা উচিত হয়নি। নিরুপায় মানুষের তেমন কিছু বলার থাকেনা। সে শুধু বলল "চালান লাগে। সংসার আছে। ভিক্ষা-তো করন যায়না।" তার এই মনমরা উত্তরে পরিষ্কার বুঝলাম, এ হোল সেই দুনিয়া, যেখানে পা না থাকলেও পায়ের নীচে মাটি থাকাটা জরুরী।

অভাবী মানুষ। অতএব, নিয়তির কাছে, তার হার হয়েছে, বুঝি। অযোগ্য হবার কষ্টও তার কমনা। তবু ঠকবাজি না, চুরি চামারী না। এমনকি ভিক্ষাবৃত্তি ও না। কিছুই দলে টানতে পারেনি তাকে। লোভ আর মিথ্যার কাছে পরাজিত হবার অসম্মানও তাকে স্পর্শ করেনি। কোন ক্ষুদ্রতাই না।

ময়লা গা। তারচে ময়লা কাপড়। এরমধ্যে থেকেই অনায়াসেই বেরিয়ে আসল পরিচ্ছন্ন এক অপরাজিত মানুষ। প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে যে কুপথে পা বাড়ায়নি। লোভের সাথে ঘটায়নি কোন সহবত। অনর্থক মিথ্যার সাহচর্য নেয়নি। কঠিন দুর্দিনেও হাত পাতেনি কোথাও। এর নাম 'আত্মসম্মানবোধ'। দুর্ভাগ্যকে জিতে নেবার জন্যে এর চেয়ে বেশী কি লাগে, আমি জানিনা।

অথচ কত মানুষকে দেখেছি তারা শরীর নিয়ে বিস্তর চর্চা করে। চর্চায় চর্চায় নর্তক, নর্তকীর আদলেই যেন গড়ে ওঠে তারা। সুঠাম, সুযোগ্য। আরও তরতাজা। প্রতিষ্ঠিত এবং সুযোগ্য

মানুষের দল। অতঃপর সেই সুস্থ শরীর আর সবল একজোড়া পা নিয়েই তারা মাথা উঁচু করে হাটে অন্ধকার পথে। সেই অন্ধকার তারে প্রশ্রয় দেয়। দিনদিন আরও বেশী। যত বেশী অন্ধকার, তত বেশী উদ্ধত!
ওদিকে, অভাবে অভাবে শতচ্ছিন্ন মানুষ কি দিয়ে সামলায় একই সাথে পেটের খিদে, কি দিয়ে ঢাকে না পরার লজ্জা? কাটা পায়ের কষ্টই বা মোছে কি দিয়ে ? অক্ষম শরীর। কুৎসিত অভাব। লাগাতার রোগব্যাধি।তবু দায়ভার। দেনার চাপ। কত নিতে পারে মানুষ? কতভাবে ঠকতে পারে এক জীবনে?
আশ্চর্য হলো এই যে, সমস্ত কিছু ভাবার পরেও দেখি, ভাত কাপড়ের কষ্ট নিয়েও মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকে। ক্ষোভ, হিংসে, বিবাদ ছাড়াও মানুষ জীবন যাপন করে। এখনও। নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাদের সর্বনাশ ঘটায় না কোনদিন। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়না। অভাব তাড়িত হয়েও, বিকলাঙ্গ হয়েও, লোভের মত শত্রুকে তারা ঠেকিয়ে দিতে পারে। অনায়াসে। দেখলাম, বিদ্বান না হয়েও মানুষ মানুষকে শেখাতে পারে। এইভাবে।

অখ্যাত, দরিদ্র-জনের হাত ধরতে আছে কিনা জানিনা, তবু মন চাইল পরিণত এই যোদ্ধার হাতটা ধরে আমি বলি - শিক্ষা কেবল উঁচুতলা থেকেই আসেনা। তার বিচরণ সবখানে। সব মানুষে। তোমার দেয়া এই জ্ঞান আমি মাথা পেতে নিলাম।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক